টেস্টটিউবে তিন বেবি

দেশে প্রথম সফলভাবে টেস্টটিউবে সন্তান জন্ম দিয়েছে। তিনটি কন্যা সন্তান। বন্ধ্যাত্ব দূরকরণে এ প্রক্রিয়া নতুন আশার জন্ম দিয়েছে... লিখেছেন শীলা আফরোজা

২৯ মে রাত ১২টা ১৭ মিনিটে বাংলাদেশের প্রথম টেস্টটিউবে বেবি জন্মানোর পর থেকেই সবার জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। অবশ্য জল্পনা-কল্পনার বড় কারণ হচ্ছে এক সাথে তিনটি শিশুর জন্ম। তিনটিই কন্যাশিশু। রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে এ শিশুদের জন্ম হয়।

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর এদের জন্ম। মোঃ হানিফ ও ফিরোজা বেগম। একই এলাকায় বাড়ি। ১৯৮৬ সালে পারিবারিকভাবে সাভার ধামরাইয়ে তাদের বিয়ে হয়। সংসারের বড় ছেলে হানিফ। আর ফিরোজা বেগম ভাইবোনদের মধ্যে তৃতীয়। বিয়ের দু'বছর পর তাদের সন্তান নেওয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাচ্চা হয় না। হানিফ বড় হওয়ায় পরিবার থেকে চাপ সৃষ্টি করে বাচ্চার জন্য। মোঃ হানিফের মনে কখনো দুঃখ হয়নি। বাচ্চার শখ ছিল। কিন্তু তাই বলে বৌকে কোনোদিন দোষারোপ করেনি। ফিরোজা বেগম সব সময় বাচ্চার কথা বলতেন, কিন্তু হানিফ তাকে বোঝাতেন, 'দেখ আল্লাহ যদি না চায় তাহলে তো আমাদের কিছু করার নেই। সবই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা' ফিরোজা বেগম কখনো হাল ছাড়েননি। তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল তার একদিন বাচ্চা হবে। বিয়ের ৮ বছর পর খোঁজ পেলেন ডা. পারভিন ফাতেমার। ডা. পারভিন ফাতেমার সাথে পরিচয়ের সূত্র জানতে চাইলে হানিফ বলেন, পারভিন আপা আমাদের এলাকার মেয়ে। ফিরোজার খালার কাছে আপার সম্পর্কে জানাতে পারি। তারপর থেকে ওনার কাছে চিকিৎসা করতে যাই। ৯০/৯১ সালে আপার কাছে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে প্রথম দেখাই। হানিফ সাভারে ঢাকা রিভিনিউতে কালেক্টরের চাকরি করেন। আর্থিক অবস্থা খুব যে সচ্ছল তা নয়।

এ চিকিৎসা খুব ব্যয়বহুল। এ কারণে সব সময় ডাক্তার দেখাতে পারেননি। কখনো এক বছর কখনো পাঁচ-ছয় মাস অপেক্ষা করেছেন। আবার টাকার জোগাড় করে ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। এ সঙ্গে হানিফ বলেন, আমি কখনো কখনো হতাশ হয়ে চিন্তা করেছি আর চিকিৎসা করাবো না। কিন্তু আবার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার। আমার অবস্থা হয়েছে সম্রাট নেপোলিয়ানের মত। নেপোলিয়ান যেমন রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে বারবার পরাজিত হয়েছে কিন্তু তারপরও আশা ছাড়েনি, সেরকম আমিও আমার মনে হয় একশ'বার আমার কোমর ভেঙেছে। একশবারই উঠে দাঁড়িয়েছি শুধু একটি বাচ্চার জন্য।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাচ্চা হওয়ার অনুভূতি সম্পর্কে হানিফ বলেন, 'আমার বাচ্চা হয়েছে, আমি খুব খুশি। এজন্য আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, আমি যে বন্ধ্যা না এটা প্রমাণ করতে পেরেছি। তিনটি মেয়ে হয়েছে সেজন্য যে ছেলের জন্য আফসোস তানা। ফিরোজা বেগম বলেন, আমি তো ছেলে চাইনি আমি সন্তান চেয়েছি, আমি সন্তান পেয়েছি। এজন্য আমি খুব খুশি, মনে মনে অনেক শিক্ষিত কিছুটা বিষণ্ন বাচ্চা হওয়ার পর একবারও বাচ্চার মুখ দেখতে পাননি। নির্ধারিত সময়ের দু'মাস আগেই বাচ্চাগুলো জন্ম নেওয়ায় তাদেরকে বারডেম হাসপাতালে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। বাচ্চাদের ওজন খুবকম।একজনের ওজন ১ কেজি ৩০০ গ্রাম, অন্য দু'জনের ১ কেজি ১০০ গ্রাম করে। বাচ্চাদের দেখতে না পেয়ে মন খারাপ করে ফিরোজা বলেন, 'এখন পর্যন্ত বাচ্চাদের চেহারা দেখিনি। মনটা খুব চাচ্ছে তাদের কাছে পেতে। তাদের ছুঁয়ে দেখতে, কিন্তু পারছি না। আমি অপারেশনের রোগী। আমার পক্ষে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব না।

বাচ্চা না হওয়ার জন্য ফিরোজা বেগম দায়ী ছিলেন। ডাক্তার পারভিন ফাতেমা বলেন, বাচ্চা হওয়ার জন্য প্রথমদিকে যে টেস্টটিউব বেবির কথা চিন্তা করা হয়েছিল তা নয়, অন্যান্য অনেক চিকিৎসার চেষ্টাও করা হয়েছে। সব শেষে টেস্টটিউব বেবির কথা চিন্তা করা হয়েছে।

বাচ্চা হওয়ার জন্য বিশেষভাবে ডা. পারভিন ফাতেমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আপা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমি অনেক সময় ওষুধ কিনতে পারিনি, আপা ওষুধ দিয়েছে। যতটুকু পেরেছে কম খরচায় করার চেষ্টা করেছে।' ফিরোজা বেগমের দু'বোনদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ তারা বিভিন্ন সময় টাকা পয়সা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। হানিফের মতে, সবার প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে আজকের তিনটি শিশু।

দেশে টেস্টটিউব শিশু জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়াটা সফল হয়েছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনোকোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. পারভিন ফাতেমার প্রচেষ্টায়। সন্তান জন্মদানে অক্ষম দম্পতিদের সক্ষম করার চেষ্টায় চিন্তা-ভাবনা করেন বন্ধত্বের চিকিৎসার। এ কারণে তিনি টেস্ট টিউব বেবির ব্যাপারে ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপানে বন্ধত্বের চিকিৎসার ওপর কোর্স করেন। প্রথমদিকে ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে কিছুদিন কাজ করেন। তারপর নিজের উদ্যোগে সেন্টার ফর এ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশনগড়ে তোলেন। তার স্বামী শিশু বিশেষজ্ঞ। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের যৌথ উদ্যোগেই এ সেন্টার গড়ে তোলেন।

গত বছর অক্টোবরে ডা. পারভিন ২৭টি নিঃসন্তান দম্পতিদের নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। এতে মোট নয়টি টেস্টটিউব শিশুর ভ্রূণ তৈরি হলে গর্ভে প্রতিস্থাপনে পর সবাই গর্ভধারণ করলেও পরবর্তীতে একজনের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়।

সবার আগে ফিরোজা বেগমের বাচ্চা হয়। তিনটি বাচ্চা ফিরোজা বেগমের পেটে অবস্থান করছে এটি টের পেলেও নিজের অতি বিশ্বাস ছিল না। এ কারণে ইসলামিয়া ডায়গনস্টিক সেন্টারে তিনবার পরীক্ষা করে ওরা রিপোর্ট দেন দুটো বাচ্চা। ডাক্তার পারভিন বলেন, আমি আগেই বুঝেছিলাম তিনটি বাচ্চা। কিন্তু কিনি। কারণ সবাই তাহলে চিন্তিত হয়ে পড়ত। বাচ্চা হওয়ার বিফলতা এড়ানোর জন্য ৩টি ভ্রূণকে একসঙ্গে সংস্থাপন করা হয়েছিল। এবং তিনটি ভ্রূণই এক সাথে বিকশিত হয়ে তিনটি শিশু জন্ম নিয়েছে।

মোঃ হানিফ বলেন, আমার তিন বেবি যেন সুস্থ হয়ে মাথা উঁচু করে এ দেশের নাগরিক হিসেবে দাঁড়াতে পারে, সমাজকে কিছু দিতে পারে, সেজন্য সবাই আপনারা দোয়া করবেন।